দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

97

এইচএসসি পরীক্ষা

গতকাল সোমবার থেকে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সারাদেশে ৭৫৩টি কেন্দ্রে মোট ৪ লাখ ৮ হাজার ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কথা। ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিদেশে ৫টি কেন্দ্রসহ মোট ২১০টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৫৭, কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে ১৮৩টি কেন্দ্রে ৯১ হাজার ২৪০, রাজশাহী বোর্ডের অধীনে ২০১টি কেন্দ্রে ৯৯ হাজার ৫৯৪ এবং যশোর বোর্ডের অধীনে ১৫৯টি কেন্দ্রে ৭৭ হাজার ২৫৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন। ঢাকা শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের ২শ' গজের মধ্যে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজশাহী বোর্ডের সকল কেন্দ্রে ৪শ' গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা বলবত করা হয়েছে। এছাড়া, পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের চারদিকে ২০০ গজের মধ্যে সব ধরনের সমাবেশ, মিছিল, অস্ত্রশস্ত্র বহন ও মাইকে প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই প্রথমবারের মত কম্পিউটার পদ্ধতিতে এইচএচসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পাবলিক পরীক্ষাসমূহের মূল্যায়ন ব্যবস্থার গুণগতমান ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক সন্দেহের উদ্রেক হয়। উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করার সুযোগ থাকায় পরীক্ষক ও টেবুলেটরের সাথে পরীক্ষার্থীর যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে কারচুপি ঘটানোর অভিযোগ ওঠে। মূল্যায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন বোর্ডের মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে তদন্তক্রমে এসব অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণিত হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে পরীক্ষার মূল্যায়ন ও ফলাফল কম্পিউটারাইজড করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় পরীক্ষার উত্তরপত্র কোডিং করার ফলে পরীক্ষক বা টেবুলেটরের সাথে পরীক্ষার্থীর যোগাযোগের কোন সুযোগ থাকছে না। ফলে, মূল্যায়নের দুর্নীতি রহিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অনুরূপ ফলাফল কম্পিউটারাইজড করার দ্বারা ফলাফলে ভুল-ত্রুটি রোধ করা যাবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। আমরা আশা করব, এই নতুন পদ্ধতি যেন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। কম্পিউটারাইজডকরণের দ্বারা পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান উন্নত হয়।

অবশ্য যন্ত্রই কেবল কোন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত ও তার মান উন্নত করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের প্রতিটি ব্যক্তি সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়। এই প্রযুক্তিগত সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের দ্বারা সমগ্র মহৎ উদ্দেশ্য নস্যাৎ করা যেতে পারে। এবং সেরূপ অপকর্মের অভিযোগ ইতোমধ্যেই পাওয়া গেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, কুমিল্লা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। সহযোগী একটি দৈনিকে খবর বেরিয়েছে যে, গত রোববার চট্টগ্রাম ও ফেনীর বিভিন্ন এলাকায় বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র চড়া মূল্যে বিক্রি হয়েছে। সোমবার এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে বাংলাসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় ছাত্র ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই কেলেংকারি প্রায় বছরই ঘটে। এর উৎস সন্ধানে তদন্তও অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

কিন্তু, এই দুষ্ট চক্রটির মূলোচ্ছেদ এ যাবত সম্ভব হওয়ার কোন প্রমাণ মেলেনি। সরকারের সকল সদিচ্ছা ভণ্ডুল করে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে যেসব দুর্নীতিবাজ ঘৃণ্য চরিত্রের দুষ্ট লোকেরা, তাদের সনাক্ত করে দমন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেন যে বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন তার কারণ আমাদের বোধগম্য নয়। অবিলম্বে খুঁজে বের করে এদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেয়া হোক। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে করা হোক সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। শিক্ষার মান উন্নত করার নিশ্চয়তা বিধান করা হোক— অগণিত শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের সাথে আমাদেরও দাবী তাই।